পাপ মুছে ফেলুন এবং র‍্যাঙ্ক বাড়ান

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

পাপ মুছে ফেলুন এবং র‍্যাঙ্ক বাড়ান

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

পাপ মুছে ফেলুন এবং র‍্যাঙ্ক বাড়ান

প্রথম সংস্করণ। 5 মে, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

মানুষ পাপ করার প্রবণতা রয়েছে কিন্তু মহান আল্লাহ মানুষকে এই পাপগুলো মুছে ফেলার এবং এমনকি তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য অনেক উপায় দিয়েছেন। এই ছোট বইটি জামে আত তিরমিযী, 3235 নম্বরে পাওয়া মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি একক হাদিস নিয়ে আলোচনা করবে, যা মুসলিমদের পরামর্শ দেয় কিভাবে তারা তাদের গুনাহ মুছে ফেলতে পারে এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে যাতে তারা মহৎ চরিত্র অর্জন করতে পারে। .

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

পাপ মুছে ফেলুন এবং র‍্যাঙ্ক বাড়ান

পাপ মুছে ফেলা

জামে আত তিরমিযী, 3235 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি কাজের পরামর্শ দিয়েছেন যা গুনাহ মুছে দেয় যথা, জামাতের নামাজের জন্য মসজিদের দিকে হাঁটা, জামাতের নামাজের পরে মসজিদে থাকা। কঠিন পরিস্থিতিতে ওযু করা শেষ করা।

প্রথমত, এটা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে এই ধরনের কাজগুলো শুধুমাত্র ছোটখাট পাপগুলোকে মুছে দেয়, বড়গুলো নয়। বড় পাপের জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 31:

"তোমরা যদি বড় গুনাহগুলি থেকে বিরত থাকো যেগুলি থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমরা তোমাদের থেকে তোমাদের ছোট গুনাহ দূর করে দেব এবং তোমাদেরকে একটি সম্মানজনক প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করাব।"

উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ মুসলিম, 552 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করেছেন যে, পাঁচটি ফরজ নামাযের মতো আমলের মাধ্যমে ছোট গুনাহগুলো মুছে যায় অথচ বড় গুনাহগুলো নয়।

আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা লোকদের কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া, একই বা অনুরূপ পাপের পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত, সম্মানের ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। মহান আল্লাহ এবং মানুষের কাছে।

সমবেত প্রার্থনা

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত প্রথম আমল যা ছোটখাট গুনাহগুলোকে মুছে দেয়, যেমন জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া অনেক হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 2119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি বাড়িতে অজু করে এবং জামাতে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে রওয়ানা হয় তার গুনাহ মাফ হবে বা তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তাদের মর্যাদা এক ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে। . ফেরেশতারা তাদের মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করতে থাকবে যতক্ষণ তারা তাদের অযু না ভঙ্গ করে মসজিদের ভিতরে থাকবে এবং অন্যদের জন্য ঝামেলা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবে। অবশেষে, তারা এমন একজন হিসাবে রেকর্ড করা হবে যিনি সালাত আদায় করছেন যতক্ষণ না তারা জামাতে নামাজ শুরু হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। এই একই হাদিস পরামর্শ দেয় যে জামাতে নামাজ বাড়িতে বা কর্মক্ষেত্রে করার চেয়ে 25 গুণ বেশি সওয়াব।

সহীহ বুখারী, 2891 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করার প্রতি যে পদক্ষেপ নেওয়া হয় তা দাতব্য হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

যারা অন্ধকারে জামাতে নামাজের জন্য মসজিদে হেঁটে যায় তাদের জন্য কেয়ামতের দিন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পূর্ণ আলোর সুসংবাদ দিয়েছেন। এটি সকাল এবং সন্ধ্যার ফরজ নামাজকে বোঝায়। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 780 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

জামাতে নামায পড়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, যে ব্যক্তি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত নিয়মিত এতে অংশ নেয়নি তাকে মুনাফিক বলে গণ্য করেছে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 850 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মসজিদে বসবাস করা

প্রধান হাদীসে উল্লেখিত ছোটখাট গুনাহ মুছে ফেলার দ্বিতীয় কাজটি হল জামাতের নামাজ শেষ হওয়ার পর মসজিদে অবস্থান করা। পবিত্র যুদ্ধে সংগ্রামকারী ব্যক্তির পুরস্কার সম্পর্কে সকলেই অবগত। যে ব্যক্তি জামাতের নামাজের পর মসজিদে অবস্থান করে পরবর্তী নামাজের জন্য অপেক্ষা করে তাকে পবিত্র যুদ্ধে সংগ্রামকারী হিসাবে গণ্য করা হয়। জামে আত তিরমিযী, 51 নং হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি মসজিদে থাকবে তাকে অবশ্যই এর আদব পালন করতে হবে। তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মতো ভালো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে এবং অন্যদের কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করা এড়িয়ে চলতে হবে। যে ব্যক্তি অন্যদের সাথে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং অধ্যয়ন করতে মসজিদে থাকবে সে প্রশান্তি, রহমত, ফেরেশতাদের সঙ্গ লাভ করবে এবং সর্বোত্তম মহান আল্লাহ স্বর্গে ফেরেশতাদের কাছে তাদের উল্লেখ করবেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

শেষ অধ্যায়ে উল্লিখিত হিসাবে যে ব্যক্তি জামাতে নামাজের জন্য অপেক্ষা করে তাকে নামাজে থাকা হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। সহীহ বুখারী, 2119 নং হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যার অন্তর মসজিদের সাথে এইভাবে লেগে আছে তাকে কিয়ামতের অসহ্য গরম থেকে ছায়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সহীহ বুখারী, 6806 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মসজিদে থাকা কঠিন হতে পারে বিশেষ করে, এই দিন এবং যুগে, যখন অনেকগুলি বিভ্রান্তি সহজেই উপলব্ধ। এই কাজটি এই ক্রিয়াকলাপে যোগদান এবং অংশগ্রহণ করার ইচ্ছার বিরোধিতা করে তাই এই কাজের পুরস্কার এত বড় কেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 36-37:

“[এ ধরনের কুলুঙ্গিগুলো] ঘরে [অর্থাৎ, মসজিদে] যেগুলোকে উত্থিত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাতে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হবে [অর্থাৎ, প্রশংসা করা হবে]; সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের মধ্যে তাঁকে মহিমান্বিত করা। [কি] এমন লোক যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বা বেচা-কেনা আল্লাহর স্মরণ, সালাত আদায় ও যাকাত প্রদান থেকে বিঘ্নিত করে না..."

অসুবিধার সময়ে অযু করা

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত সর্বশেষ আমল যা গুনাহ মুছে দেয় কঠিন পরিস্থিতিতে অযু। অনেক হাদিসে ওযুর গুনাহ মুছে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 577 নম্বর, পরামর্শ দেয় যে, যে ছোট ছোট গুনাহ করা হয় তা ওযুর জন্য ব্যবহৃত পানি দিয়ে মুছে ফেলা হয়।

কঠিন পরিস্থিতিতে ওযু করা সেইসব অনুষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে যা করা অপছন্দনীয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। ধৈর্য ধরে অযু করা এবং নামাজ সঠিকভাবে আদায় করা কঠিন হতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 153:

"হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর..."

কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ঠান্ডা তাপমাত্রায় অযু করা এবং যখন কেউ অসুস্থ থাকে। মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য যে কোন কঠিন কাজ করা হলে তার প্রতিদান সর্বদাই হবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 120:

"... কারণ তারা আল্লাহর পথে তৃষ্ণা, ক্লান্তি বা ক্ষুধায় আক্রান্ত হয় না... বরং এটি তাদের জন্য একটি নেক আমল হিসাবে নিবন্ধিত হয়..."

এটি মনে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ এটি একজনকে সর্বদা সৎ কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে তা যত কঠিনই হোক না কেন।

পদমর্যাদা বাড়ানো

আলোচ্য প্রধান হাদিসটি তিনটি কাজেরও পরামর্শ দেয় যা একজন মুসলিমের মর্যাদা বৃদ্ধি করে, যেমন অন্যদের, বিশেষ করে গরীবদেরকে খাবার দেওয়া, অন্যদের সাথে সদয় কথা বলা এবং স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ আদায় করা।

যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই কাজগুলো করে তারা জান্নাতে একটি বিশেষ সুন্দর কক্ষে ধন্য হবে। জামে আত তিরমিযী, 2527 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এগুলি হল মদিনা শহরে আসার পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক উপদেশ দেওয়া প্রথম কাজগুলির মধ্যে একটি। যে ব্যক্তি এগুলো করবে তাকে তিনি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। জামি আত তিরমিযী, 2485 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মদিনা নগরীতে প্রবেশ করার সময় এগুলি যে প্রথম কাজগুলি ছিল তা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা উপদেশ দেওয়া ছিল তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে।

অভাবীদের খাওয়ানো

আলোচনায় প্রধান হাদীসে উল্লেখিত প্রথম আমল যা একজন মুসলিমের মর্যাদা বৃদ্ধি করে তা হল অন্যকে খাওয়ানো। অন্যকে খাদ্য প্রদান করা একটি অত্যন্ত বিশেষ কাজ এবং যখন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে করা হয়, তখন একটি অকল্পনীয় পুরস্কার পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে যে যারা এটি করবে তারা কিয়ামতের আযাব থেকে রক্ষা পাবে এবং জান্নাতে ধন্য হবে। অধ্যায় 76 আল ইনসান, আয়াত 8-12:

"এবং তারা এটির জন্য ভালবাসা সত্ত্বেও খাবার দেয় অভাবী, এতিম এবং বন্দীকে। [বলে], "আমরা তোমাদিগকে আহার করি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আমরা তোমার নিকট থেকে প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছ থেকে ভয় করি সেই দিনটিকে কঠোর ও কষ্টদায়ক।" তাই আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দীপ্তি ও সুখ দান করবেন। এবং তারা যে ধৈর্য সহ্য করেছে তার জন্য তাদেরকে একটি বাগান [জান্নাতে] এবং রেশম [বস্ত্র] প্রদান করবে।

মহান আল্লাহ মানুষকে তারা যা করে তাই দান করেন। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে কেউ যদি মহান আল্লাহকে স্মরণ করে তবে তিনি তাদের স্মরণ করবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152:

“সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব…"

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে খাওয়ানো ঠিক একই রকম। যে ব্যক্তি এই নেক আমল করবে তাকে জান্নাতের খাবার খাওয়ানো হবে এবং যে অন্যকে পান করাবে তাকে বিচারের দিন জান্নাত থেকে পান করানো হবে। জামি আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইসলামের সর্বোত্তম ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 6236 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, অন্যকে খাওয়ানো এবং অন্যদেরকে সদয় কথা বলে অভিবাদন করা ইসলামের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য।

মুসলমানদের উচিত এই সৎ কাজের উপর কাজ করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া এবং অন্যদের বিশেষ করে দরিদ্রদের নিয়মিত খাওয়ানোর চেষ্টা করা। এটি একটি আশ্চর্যজনক কাজ যার জন্য খুব বেশি সম্পদের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যকে খাওয়ানো, যদিও তা অর্ধেক খেজুর ফলই হয়, কারণ সহীহ বুখারি, 1417 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে এটি তাদের থেকে রক্ষা করবে। বিচার দিবসে জাহান্নামের আগুন। এটি মানুষকে এই সৎ কাজ থেকে বিরত থাকার কোন অজুহাত দেয় না।

সদয় বক্তৃতা

মূল হাদিসে উপদেশ দেওয়া পরবর্তী কর্ম যা একজন মুসলিমের মর্যাদা বাড়ায় তা হল সদয় কথাবার্তা। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে একাধিক স্থানে এর গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 83:

"...এবং লোকদের সাথে ভাল কথা বলুন..."

প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, এমনকি মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের সাথে সদয় শব্দ ব্যবহার করে বিতর্ক করার নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 125:

"প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ সহকারে তোমার প্রভুর পথে দাওয়াত দাও এবং তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক কর যা সর্বোত্তম..."

এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীদের (সা.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ফেরাউনের সাথে সদয় কথা বলতে, যদিও সে তাঁর অবাধ্যতায় সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44 :

"আর তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা ভয় পায়।"

এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে একজনকে সর্বদা অন্যদের সাথে সদয়ভাবে কথা বলা উচিত কারণ তারা কোন ব্যক্তির সাথে কথা বলে ফেরাউনের মতো খারাপ হবে না। মহান আল্লাহ যদি ফেরাউনের সাথে সদয়ভাবে কথা বলার আদেশ দেন, তাহলে মানুষ কি মুসলমানদের সাথে সদয়ভাবে কথা বলতে পারে? এটিও প্রমাণ করে যে একজনকে অবশ্যই তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সাথে সদয়ভাবে কথা বলতে হবে।

একজনের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহজ অথচ গভীর উপদেশ গ্রহণ করা, যা সহীহ মুসলিমের ১৭৬ নম্বর হাদিসে উল্লেখ আছে।

ভালো বক্তৃতার একটি অংশ অন্যদের কাছে শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই অভিবাদন সকল মুসলমানের কাছে প্রসারিত করা উচিত যদিও কেউ তাদের না জানে। সহীহ বুখারি, ৬২৩৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিসে এই কাজটিকে সর্বোত্তম ইসলামিক বৈশিষ্ট্যগুলির একটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজা, 68 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, মুমিনরা তখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে যখন তারা একে অপরকে ভালবাসবে এবং এটি তখন ঘটে যখন তারা শান্তির শুভেচ্ছা ছড়িয়ে দেয়। নিজেদের মধ্যে

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, শান্তির ইসলামিক অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়ার আসল অর্থ হল যে কেউ কেবল তাদের কথার মাধ্যমে নয় তাদের কাজের মাধ্যমে অন্যকে শান্তি দেখায়।

অন্যদের জন্য খাবার সরবরাহ করা এবং সদয় কথা বলা আলোচনার মূল হাদীসে একত্রিত করা হয়েছে কারণ একজনের অন্যদের সাথে তাদের কাজের মাধ্যমে সদয় আচরণ করা উচিত, যেমন তাদের খাবার সরবরাহ করা এবং তাদের কথার মাধ্যমে। অন্যটি ছাড়া একটি ত্রুটিপূর্ণ এবং একটি প্রাপ্ত পুরস্কার বাতিল করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

যারা তাদের কাজ ও কথার মাধ্যমে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ ক্ষমা, তাঁর ভালবাসা এবং জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 133-134।

" এবং আপনার পালনকর্তার ক্ষমা এবং একটি উদ্যান [অর্থাৎ, জান্নাতের] দিকে ত্বরান্বিত হও যা আসমান ও জমিনের মতো বিস্তৃত, যা সৎকর্মশীলদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা স্বাচ্ছন্দ্য ও কষ্টের সময় [আল্লাহর পথে] ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"

এই আয়াতে উল্লিখিত নিজের রাগ রোধ করা এবং অন্যদের ক্ষমা করার জন্য সদয় কথাবার্তা প্রয়োজন।

মৃদু কথাবার্তা সর্বদা অন্যদের হৃদয়ে বেশি কার্যকরী হবে বিশেষ করে, যখন কঠোর কথাবার্তার চেয়ে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ নিষেধ করা হয়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4807 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এই সদয় কথাবার্তা ও মনোভাবই সাহাবায়ে কেরামকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ক্রমাগত আকৃষ্ট করতে বাধ্য করেছিল। এটি পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে আলোকিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটি বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

অতএব, মুসলমানদের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি গ্রহণ করা এবং অন্যদের সাথে তাদের আচরণ ও কথার মাধ্যমে যেভাবে আচরণ করা উচিত তা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

স্বেচ্ছায় রাতের প্রার্থনা

মূল হাদিসে উল্লেখিত সর্বশেষ কর্ম যা একজন মুসলিমের মর্যাদা বৃদ্ধি করে তা হল স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ আদায় করা।

মহান আল্লাহর প্রতি একজনের আন্তরিকতা প্রমাণ করে , অন্য কোন চোখ তাদের দেখছে না । এটি প্রদান করা মহান আল্লাহর সাথে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের একটি মাধ্যম। আর এটা তাঁর কাছে একজনের দাসত্বের নিদর্শন। এর অগণিত ফজিলত রয়েছে উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস ঘোষণা করে যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা।

বিচার দিবসে বা জান্নাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কারো হবে না এবং এই মর্যাদা সরাসরি স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের সাথে যুক্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা রাতের স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে তারা উভয় জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

"এবং রাতের [অংশ] থেকে, এটির সাথে সালাত [অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত] আপনার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত] হিসাবে; আশা করা যায় যে, আপনার পালনকর্তা আপনাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

জামে আত তিরমিযী, 3579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমান রাতের শেষ অংশে মহান আল্লাহর নিকটতম। অতএব, এই সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করলে কেউ অগণিত নিয়ামত লাভ করতে পারে ।

সকল মুসলমানই কামনা করে যে তাদের প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হোক এবং তাদের চাহিদা পূরণ হোক। অতএব, তাদের স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ পড়ার চেষ্টা করা উচিত কারণ সহীহ মুসলিম, 1770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে প্রতি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভাল প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছায় রাতের নামায কায়েম করা একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, এটি একজন ব্যক্তিকে অর্থহীন সামাজিক সমাবেশ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, 3549 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত খাওয়া বা পান না করে স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত কারণ এটি অলসতাকে প্ররোচিত করে। দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে ক্লান্ত করা উচিত নয়। দিনের বেলা একটি ছোট ঘুম এর সাথে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, একজনকে পাপ পরিহার করা উচিত এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে আনুগত্যকারীরা স্বেচ্ছায় রাতের সালাত আদায় করা সহজ বলে মনে করে।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod
শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe

